দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে চার ইঞ্চি গাইডের কদর

চবি সংবাদদাতা ॥ আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামে চার ইঞ্চি পকেট গাইডের কদর বেড়েছে। পরীক্ষায় নকলের জন্য বিশেষভাবে প্রকাশিত এসব গাইড বই ক্রমশ সাবাড় হয়ে যাচ্ছে বইয়ের দোকানগুলো থেকে। এক শ্রেণীর অসাধু প্রকাশনা সংস্থা এ গাইড বাজারজাত করে হাতিয়ে নিচ্ছে মোটা অঙ্কের টাকা। অথচ সরকার ও বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নীরব।

বৃহস্পতিবার নগরীর বিভিন্ন বইপাড়া ঘুরে দেখা গেছে, আসন্ন এইচএসসি পরীক্ষা উপলক্ষে বাজারে নানা ধরনের গাইড বই বেরিয়েছে। বিভিন্ন প্রকাশনীর নানা সাইজের এসব বইয়ের মধ্যে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে ছোট আকারের চার ইঞ্চি ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট নোট বইগুলো। এইচএসসি ২০০১ সালের পরীক্ষার বিভিন্ন বিষয়ের সাজেশন ও প্রশ্নোত্তর সংবলিত গাইড বইগুলো লুফে নিচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। এর মধ্যে নকলপ্রবণ কেন্দ্রের ছাত্রছাত্রীর আধিক্য বেশি। ২০ টাকা থেকে ৫০ টাকা পর্যন্ত দামে এসব বিক্রি হচ্ছে দেদার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিক্রেতা এ প্রতিবেদককে জানান, ছাত্রছাত্রীর পাশাপাশি অভিভাবক এবং শিক্ষকরা পর্যন্ত নকলের

এ দিকে নকলের জন্য বিশেষ উপযোগী গাইড বইগুলো বাজারে প্রকাশ্যে বেচাকেনা চললেও সরকার কিংবা বোর্ড কর্তৃপক্ষের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নীরব। কোন প্রকার বাধা বিপত্তি ছাড়াই বইগুলোর বাজারজাত এবং বেচাকেনা চলছে। এ সুযোগে বইগুলোর প্রকাশনা ও বিক্রেতা প্রতিষ্ঠানগুলো লাখ লাখ টাকা হাতিয়ে নেয়ার পাশাপাশি পরীক্ষায় নকলকে উৎসাহিত করছে।

ভেস্তে যাচ্ছে নকল প্রতিরোধ উদ্যোগ

পাবলিক পরীক্ষায় নকল প্রতিরোধে সরকার এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ যখন সোচ্চার, নকলের বিরুদ্ধে দেশবাসী যখন সক্রিয়, ঠিক সে সময় বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার বিশেষ ধরনের এ গাইড বইগুলোর প্রকাশনা সর্বমহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রতি বছর পাবলিক পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে নকলের জন্য বিশেষ উপকারী গাইড বই প্রকাশিত হয়ে আসছে। সরকার এবং বোর্ড কর্তৃপক্ষ নকল প্রতিরোধে বিভিন্ন কঠোর পদক্ষেপ নিলেও এসব প্রকাশনা সংস্থা কিংবা বিক্রেতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে নকলপ্রবণ কেন্দ্রের পরীক্ষার্থীরা ক্রমশ ছুটছে নিম্নমানের বস্তাপচা গাইড